দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 JAN 1994
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

38

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী ও গণশিক্ষার সফলতা-ব্যর্থতা

আনু মাহমুদ

'৯৩-৯৪-এর বাজেটে ' শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' শিরোনামে একটি পাইলট প্রকল্পে ১ লাখ টনের মতো খাদ্যশস্য বরাদ্দের কথা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই নতুন উদ্যোগটি আমাদের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তথাপি একই সাথে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, অনেক চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় কর্মসূচী পূর্বেও গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন সরকারের আওতায়। গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার কর্মসূচীটি শুধু পাইলট প্রকল্প হিসাবেই নয়, ভবিষ্যতে সকল থানাতেই পর্যায়ক্রমে সফল হবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা। আর এ কর্মসূচী সফল হলে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পথে অভিভাবকদের দারিদ্র্যজনিত বাধা অনেকাংশে দুরীভূত হবে বলে অনেকটা নিশ্চিতভাবে প্রত্যাশা করা যায়।

যে সকল শিশু জীবিকা অর্জনের কারণে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায় না, শুধুমাত্র তাদের জন্যেই এ কর্মসূচী চালু করা হবে। আর শিক্ষা শুধু মানুষের মৌলিক অধিকার নয়, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্তও বটে। আমাদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য অন্যদিকে ব্যাপক নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনে অভিশাপ হিসাবে বিরাজ করছে। শিক্ষা দারিদ্র্যমুক্তির উপায়। আবার দারিদ্র্যই নিরক্ষরতার প্রধান কারণ। দারিদ্র্য আমাদের দূর করতে হলে, জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে শিক্ষার আলোয় অভিষিক্ত করতে হবে। পক্ষান্তরে 'সকলের জন্যে শিক্ষা' নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্যের গ্রাস থেকে জনগণকে মুক্ত করতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। এজন্যে একদিকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা জরুরী, অন্যদিকে নিরক্ষরতা দূরীভূত করার জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

একান্ত প্রচেষ্টায় ভাগ্যের চাকা ঘোরে

শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি, মানব উন্নয়ন সবকিছুই অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচনে এবং সামাজিক বিপ্লবে শিক্ষা মন্ত্রশক্তি হিসাবে কাজ করে। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষকে সুন্দর ও সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখায়, অন্যদিকে তেমনি বদ্ধমূল বিশ্বাস ও সংস্কারকে ধুয়ে-মুছে মনকে আলোকিত করে তোলে। শিক্ষিত মানুষ প্রগতির পথিক, উন্নত জীবন ও সভ্যতার রূপকার। এজন্য সফল ও উন্নয়নকামী দেশ শিক্ষার আলো প্রসারে সব সময় সচেষ্ট।

ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের দেশ দরিদ্র ও অনগ্রসর। এর ফলশ্রুতিতে দেশবাসীর অধিকাংশই বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, আশ্রয়হীনতা-এ সকল নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। এই বিরাজমান অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক সামাজিক বিপ্লবের, নতুন সমাজ গড়ার যোগ্য ও দক্ষ কারিগরের। কোন সমাজের জনগণ মনেপ্রাণে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করলে এবং নতুন জীবনের জন্য একাগ্র প্রচেষ্টা চালালেই তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে। আরও যথাযথভাবে বললে সমাজ বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে অনুকূল ক্ষেত্র এবং জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। আর এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে শিক্ষা। সমাজ বিপ্লবের সাগ্রহে ব্রতী হতে এবং নতুন সমাজকে গ্রহণ করে নিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। এই পৃথিবীর বুকে যুগ-যুগান্তর ধরে এটাই ঘটে আসছে।

চরম মূল্যে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি অর্জন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, শিক্ষাহারের স্বল্পতার কারণে এই উদ্দেশ্য অর্জনের গতি অত্যন্ত মন্থর। যার ফলশ্রুতিতে দেশের দারিদ্র্য এবং আপামর দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা বেড়েই চলছে প্রতিনিয়ত।

শিক্ষার আলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করছে, কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে শিক্ষা প্রসারে, জোর দিয়েছে গণশিক্ষায়। এই কর্মকাণ্ডে সহায়তার জন্যে চলতি (৯৩-৯৪) বছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের মতো উন্নয়ন প্রয়াসী দেশে শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের জন্যে আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এই ধরনের বিশেষ উদ্যোগের ফলেই ভারতের কেরলে শিক্ষার হার এক শ' শতাংশে উঠেছে। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার আওতায় 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী চালু করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীটি দেশের গ্রামাঞ্চলের ও গরিব ঘরের শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এই শিশুদের অধিকাংশই দারিদ্র্যের কারণে এবং ভাত-কাপড়ের জন্যে রোজগারে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয় বলেই স্কুলে লেখাপড়ার জন্যে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে উৎসাহবোধ করে না। আর স্কুলে ভর্তি হয়ে কখনও লেখাপড়া শুরু করলেও তা বেশিদিন চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় না। তাই বিরাজমান অবস্থার আলোকে প্রতীয়মান হচ্ছে, খাবারের ব্যবস্থা অন্তত হলে তারা স্কুলে ভর্তি হতে এবং শিক্ষা চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে এবং আশা করা যায় তাদের গরিব মা-বাবাও তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহী হবার উৎসাহ খুঁজে পাবে।

খাদ্য দিয়ে কাজ আদায়

আমরা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কথা জানি এবং তা ব্যাপকভাবে চালু হতেও দেখা যায়। তাই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কথা শুনেও আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয় যে, এবার হয়তো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। খাদ্য দিয়ে কাজ আদায় করার সুবিধা অনেক এবং এ ব্যবস্থা কর্ম সম্পাদনের একটা ভাল বিনিময় হিসাবেও গণ্য হয়ে আসছে। আবার বরাদ্দ খাদ্য নিয়ে ঘাপলা, অব্যবস্থা বা দুর্নীতির কথাও কম শোনা যায় না। তথাপি শিক্ষার জন্যে খাদ্য দিলে দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে বিরত না করে বরং উৎসাহিত করবে বলেও প্রত্যাশা করা যায়।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যে কয়টি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, 'শিক্ষার মাধ্যমে খাদ্য' তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও আশাপ্রদ সংযোজন হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টি যত সহজ বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে ততটা সহজ নয়। কেননা, পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে,খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করতে গিয়ে বহু জটিলতার উদ্ভব হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা আর রটনার কথাও বেশ জোরেসোরেই শোনা গিয়েছে, এমন কি প্রত্যক্ষ করাও গিয়েছে।

শিক্ষা লাভের সুযোগ করতে গিয়ে শিশুদের জন্যে ইতোপূর্বে বিনা বেতনে ব্যবস্থা চালুকরণসহ বিনামূল্যে বইপত্র দিয়েও তেমন কোন ফলোদয় হয়নি তাও প্রত্যক্ষ করা গেছে। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ এতই দরিদ্র যে, তারা শিশুদের পড়ালেখার পিছনে সময় ব্যয় করার চেয়ে কিছু আয় করাকেই অধিক লাভজনক হিসাবে পরিগণিত করে থাকে। তাই এই ধরনের প্রত্যক্ষ ও বর্তমান লাভকে করায়ত্ত করার জন্যে তারা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকেও স্পষ্ট করে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যেহেতু তারা নিজেরাও অধিকাংশ অশিক্ষার অভিসম্পাতের করালগ্রাসেই নিপতিত। আর তাই তাদের উক্তি হলো-শিক্ষা দিয়ে কি হবে, পেটই যেখানে চলছে না। এসকল বাস্তবতার আলোকে স্বভাবতই প্রতীয়মান করা যাচ্ছে যে, এবারকার এই উদ্যোগের ফলে দরিদ্র পিতা-মাতা আর একথা বলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাটা অন্তত উড়িয়ে দিতে বা পাশ কাটিয়ে যাবার অবকাশ পাবে না। এরপরও অবশ্য কথা থেকে যায়, এ প্রত্যাশা থাকার পরও শিক্ষার জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ করা হবে, তা ঠিকমতো যথাযথ স্থানে পৌঁছে সঠিকভাবে এবং নির্দেশিত উদ্দেশ্যে সদ্ব্যবহার হবে তো? যদিও পরিকল্পনা বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে শুরু করার আগেই এমন আশঙ্কা করে এত সুন্দর একটা উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করাও কোন উদ্দেশ্য নয়। তথাপি আশঙ্কাও আবার কম নয়, কেননা যদি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মতো এ ক্ষেত্রেও চাল বা গম 'হাওয়া' হয়ে যাওয়ার ঘটনার প্রভাব ঘটে, তবে তা হবে খুবই দুঃখজনক এবং গোটা জাতির জন্য বয়ে আনবে আরেক মাত্রার দুর্ভাগ্য। তাই এ বিষয়টির দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও মনোযোগ প্রদান করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ আবশ্যক

প্রকৃত মেধা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় না ঘটলে কোন কর্মসূচীই সফলতা লাভ করতে পারে না। এ অবস্থার আলোকে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হলে এবং এর সুফল দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে হলে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। এই কর্মসূচীকে দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে তুলে ধরা যেতে পারে। এই কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ সামাজিক আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সহজেই ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। নতুবা রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অযোগ্য, অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সরকারকে আগেভাগেই ভাবতে হবে।

বর্তমানে 'সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা' গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি ব্যাপকভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমও গৃহীত হয়েছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অর্ধেকেরও বেশি প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় করা হচ্ছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ২৪ হাজার বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, সংস্কার ও নির্মাণ করার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার একমাত্র লক্ষ্য হলো, প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার সুযোগ লাভের আওতায় আনা। এই সুযোগ প্রতিটি শিশু তখনই পেতে পারে যখন স্কুলে আসা এবং টিকে থাকা তাদের জন্য নিশ্চিত হয়।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্বন্ধে যদিও এখন পর্যন্ত বিস্তারিত ধারণা প্রকাশিত হয়নি তথাপি এটা যদি এমন হয় যে, যারা দারিদ্র্যের কারণে বা ছেলেমেয়ের সংসারে কিছু উপার্জন করে বলে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চান না, তারা তাদেরকে স্কুলে দিলে কিছু খাদ্য সহায়তা তাদের দেয়া হয়, তবে নিশ্চিতভাবে ধারণা নেয়া যেতে পারে যে, অনেক বিমুখ পিতা-মাতাই তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে এজন্যে উৎসাহিত হবেন। তাই এই কর্মসূচীর যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা বিশেষভাবে স্বীকার্য। আর খাদ্যের পাশাপাশি দরিদ্র শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাতা-পেন্সিল-কলম কেনার জন্যে কিছু অর্থ প্রদানের ব্যবস্থার ব্যাপারেও প্রত্যাশা করা যেতে পারে। এর ফলে দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ আরও কিছুটা নিশ্চিত করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দেশ ও জাতির কল্যাণে এই নতুন কর্মসূচী অত্যন্ত দ্রুত চালু করার মাধ্যমে এর সফল বাস্তবায়নে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ অতিসত্বর নেয়া একান্ত অপরিহার্য হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। আর এর সফল বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনের প্রবর্তনের বাঞ্ছনীয়তা রয়েছে বলে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থাও পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হচ্ছে।